কুরআন ও হাদীসের আলোকে
ঈদে মীলাদুন্নবী স.
ও
প্রচলিত মীলাদ
মাওলানা নাসীম আরাফাত

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

ঈদে মীলাদুন্নবী সা.
ও
প্রচলিত মীলাদ

মাওলানা নাসীম আরাফাত
লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও অনুবাদক
মুদাররিস, জামি'আ শারইয়্যাহ
মালিবাগ, ঢাকা

আল আবরার ট্রাস্ট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

ঈদে মীলাদুন্নবী সা.

ও

প্রচলিত মীলাদ

মাওলানা নাসীম আরাফাত

প্রকাশক

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

আল আবরার ট্রাষ্ট

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১৬৬৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

প্রকাশকাল

জিলকদ ১৪২৮ হিজরী

ডিসেম্বর ২০০৭ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ : ইবনে মুমতায

গ্রাফিক্স : সাইদুর রহমান

মুদ্রণ : মুআহিদা প্রিন্টার্স

(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)

৩/৪, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : পনের টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আমাদের কথা

প্রত্যেক বছর ১২ ই রবিউল আউয়াল এলেই আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম-উৎসবের আয়োজন করি। আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠি। সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। নানা দল নানা কর্মসূচি ঘোষণা করে। বিশেষ বিশেষ মসজিদ ও সরকারী ভবন আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। অনেকে রাজপথে নেমে আসে। বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের করে। অনেকে 'জুসনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী'-এর আয়োজন করে। দেয়ালে দেয়ালে চটকদার রঙিন শ্লোগান রাইটিং করা হয়। 'ঘরে ঘরে মিলাদ দিন রাসূলের ফয়েজ নিন', 'সকল ঈদের সেরা ঈদ ঈদে মিলাদুন্নবী'। মসজিদে ঘরবাড়িতে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। সুললিত কণ্ঠে রাসূলের স্তুতি পাঠ করা হয়। দু'আ ও মুনাজাত হয়। তারপর মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

এছাড়াও আমরা সারা বছর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে থাকি। ব্যবসা-বাণিজ্যে, ঘর-বাড়িতে খায়ের ও বরকতের আশায়, বিপদ আপদ থেকে মুক্তির প্রত্যাশায়, নেক মাকসাদ হাসিলের আকাঙ্ক্ষায় মিলাদের আয়োজন করে থাকি। পিতামাতার মৃত্যু বার্ষিকীতে, ছেলেমেয়েদের জন্মবার্ষিকীতেও মিলাদের আয়োজন করে থাকি।

মিলাদ চলাকালে যখন ওয়ালাম্মা তাম্মা মিন হামলিহি.... সুরে সুরে পাঠ করা হয়। তখন আমরা আবেগে অধীর হয়ে উঠে দাঁড়াই। ইয়া নাবী সালামু আলাইকা বলে রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটাই।

মিলাদ শেষে তবারক বিতরণ করা হয়। কোথাও মিষ্টি, কোথাও জিলাপি, কোথাও সুরভিত তেহারীর প্যাকেট। মিলাদের তবারককে আমরা বরকতময় মনে করি। নিজে খাই। অন্যকে খেতে দেই। পিতামাতা ও ছেলেমেয়েদের জন্য বাসায় নিয়ে যাই।

আর যদি কেউ মিলাদ ছাড়াই দোকান উদ্বোধন করে, ঘরবাড়িতে বসবাস শুরু করে। মৃত্যুবার্ষিকীতে মিলাদের আয়োজন না করে তাহলে আমরা তাকে ঘৃণা করি। তার দিকে বাঁকা চোখে তাকাই। কৃপণ, বখীল ইত্যাদি বলে তাকে আখ্যায়িত করি। পশ্চাতে তার সমালোচনায় মুখর হই।

১২ ই রবিউল আউয়ালের এই ঈদে মিলাদুন্নবী উৎযাপন ও সারা বছর ধরে বিভিন্ন উপলক্ষে মিলাদের আয়োজনের মাধ্যমে সুপ্ত যে বিষয়টি প্রতিভাত হয় তাহলো, এখনো আমাদের সমাজে ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতি অত্যন্ত প্রবল। রাসূলের প্রেম ও ভালোবাসা এখনো আমাদের মজ্জাগত বিষয়। তাই মিলাদ ছাড়া আমরা কোন কাজ করতে রাজি নই। আমাদের ধারণা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত যেমন আল্লাহর নির্দেশিত ইবাদত মিলাদ ও তদ্রূপ আল্লাহর নির্দেশিত ইবাদত। রাসূলের যুগ থেকে তা চলে আসছে। ইসলামী ইতিহাসের স্বনামধন্য সকল ওলী বুযুর্গ গাউস কুতুব মিলাদ পড়েছেন। মিলাদের মাধ্যমে রাসূলের অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। তাই যারা মিলাদ পড়ে না, মিলাদের আয়োজন করে না তারা হতভাগ্য, কপাল পোড়া। কিয়ামত দিবসে তারা রাসূলের শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হবে। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম।

আসলে ঈদে মিলাদুন্নবী উৎযাপনের কতটুকু গুরুত্ব? ইসলামে তার কী অবস্থান? সারা বছর ধরে যে মিলাদ পড়ি তার কী গুরুত্ব? কী অবস্থান? মিলাদের মাঝে কিয়াম আবার কী? মিলাদ কিয়াম না করলে, ঈদে মিলাদুন্নবী উৎযাপনে যোগদান না করলে কি সত্যিই মানুষ হতভাগ্য হয়। অনেককে দেখা যায় এ ব্যাপারে দারুণ উৎসাহী। যারা মিলাদ পড়ে না, কিয়াম করে না তাদের কাফের ফতোয়া দিতে একটুও বিলম্ব করে না।

এ বিষয়গুলো সমাজে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। নানা মতের মানুষ নানা কথায় লিপ্ত হচ্ছে। বাক-বিতণ্ডা করছে। তাই এ বিষয়গুলো দীর্ঘদিন থেকে মনের গভীরে বারবার তোলপাড় সৃষ্টি করতো। ব্যাকুল ও অস্থির করতো। ফলে কিছুটা লেখাপড়া করে মাসিক রহমতের ২০০১ সালের আগস্টের সংখ্যায় একটি ছোট্ট প্রবন্ধ লিখেছিলাম। শিরনাম ছিল একটি 'বিদআত ও

কিছু ভাবনা'। প্রবন্ধটি কলেবরে সংক্ষিপ্ত হলেও অনেকে তা পড়ে বিস্মিত হয়েছেন। অনেকে বার বার অনুরোধ জানিয়েছেন যেন এ বিষয়গুলো নিয়ে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক লিপিবদ্ধ করি। যা সত্যানুসন্ধানী মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা হবে। যা পাঠ করে তারা সত্যের দিশা পাবে। মিলাদ কিয়াম ইত্যাকার বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা, নির্মল আকীদা বিশ্বাস অর্জন করতে পারবে।

শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও নির্মল প্রেরণা দানের ফসল এই পুস্তিকা। আশা করি উদার চেতনা, সত্যকে জানা ও মানার প্রেরণা নিয়ে কেউ এ পুস্তিকাটি পাঠ করলে অবশ্যই সত্যের সন্ধান পাবে। ঘোর কৃষ্ণ অন্ধকারকে পশ্চাতে ফেলে ইলমে নববীর আলোকমালায় আলোকিত পথে ধাবিত হওয়ার অলৌকিক শক্তি পাবেন।

وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

বিনয়াবনত

নাসীম আরাফাত

আল হুদা ইসলামিক ফাউন্ডেশন

৪০৩/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রচলিত মিলাদ

১০ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্ব পালন করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এ হজ্ব পালনে এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার সাহাবী অংশগ্রহণ করেন। আরবের ইতিহাসে সে এক বিস্ময়কর ঘটনা। পৃথিবীর ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। সাহাবীদের মনে আজ আনন্দের শেষ নেই। এ উপলক্ষ্যে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে আরাফায় অবস্থান করছিলেন, ঠিক তখন আল্লাহতায়ালা এ উম্মতের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে এক আয়াত অবতীর্ণ করেন, যা প্রত্যেক মুসলমানের গর্ব ও অহংকারের বিষয়।

আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًاؕ

অর্থ ঃ 'আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করলাম। আর দ্বীন হিসেবে আমি তোমাদের জন্য ইসলামকেই মনোনীত করলাম।'

(সূরা মায়েদা ঃ ৩)।

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা করলেন যে, ইসলামের বিধি-বিধান সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেছে। সুতরাং এতে আর সংযোজন বা বিয়োজনের কোন আবকাশ নেই। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন–

تَرَكْتُكُمْ عَلٰى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ

অর্থ ঃ 'আমি তোমাদের প্রজ্জ্বল দ্বীনের উপর রেখে গেলাম, যা দিবা-রাত্রি সমভাবে সমুজ্জ্বল।' (ইবনে মাজাহ, ২য় পৃষ্ঠা)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এ ঘোষণা দানের পর ইসলামী বিধি-বিধানে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা বা সংযোজন-বিয়োজনের কারো কোন অধিকার নেই। কেউ তা করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না বরং তা হবে বর্জনীয়। এ

প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

অর্থ ঃ ' যে কেউ আমাদের এই দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে, তা বর্জন করতে হবে।' (বুখারী, মুসলিম)

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ

অর্থ ঃ 'প্রত্যেক বিদআতই (দ্বীনে সৃষ্ট নতুন বিষয়) ভ্রষ্টতা আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণতি জাহান্নাম।' (নাসায়ী)

নবুওয়ত পাওয়ার পর সুদীর্ঘ ২৩ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মাঝেই ছিলেন। হাতে হাতে ধরে তাদের দ্বীনের বিধি-বিধান, হুকুম-আহকাম শিখিয়েছেন। মনের মত করে তাদের গড়েছেন। ফলে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ঘোষণা দিলেন–

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

অর্থ ঃ 'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।' (সূরা বাইয়্যিনা)।

আবার দশজনের জন্য একত্রে (এবং অন্যদের জন্য ভিন্নভাবে) জান্নাতী হওয়ারও সুসংবাদ দিয়েছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর চল্লিশ বছর পর্যন্ত খুলাফায়ে রাশেদার জামানা অতিবাহিত হয়েছে। এ সময়ে সাহাবায়ে কেরাম পৃথিবীর দিগদিগন্ত পর্যন্ত ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য জীবনপণ প্রচেষ্টা করে গেছেন। দুনিয়ার দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ইসলামের বিধি-বিধানকে হুবহু বাস্তবায়িত করে গেছেন। এ ক্ষেত্রে তারা বিন্দুমাত্র শিথিলতা প্রদর্শন করেননি। এরপর ১শ' ১০ বছর পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরামের যুগ বিদ্যমান ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সাহাবায়ে কেরাম ছড়িয়ে ছিলেন। সাহাবীদের পর ২শ' ২০ বছর পর্যন্ত তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এ তিনটি যুগ ছিল এ উম্মতের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

অর্থ ঃ 'সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হল আমার যুগ। অতপর যারা আমার যুগের পরে আসবে, অর্থাৎ সাহাবীদের যুগ। অতপর যারা তাদের যুগের পরে আসবে, অর্থাৎ তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের যুগ।'

ইসলামী ইতিহাসের এই শ্রেষ্ঠ ও সোনালী যুগ চলে যাওয়ার পর একের পর এক শতাব্দী অতিক্রম করতে করতে ছয়শ' হিজরী অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এর মাঝে দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিয়ে যান সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণ। হযরত ইমাম আবূ হানিফা (মৃত্যু-১৫০ হিঃ), ইমাম মালেক ইবনে আনাস (মৃত্যু-১৭৯ হিঃ), ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস শাফেয়ী (মৃত্যু-২০৪ হিঃ), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (মৃত্যু ২৪১ হিঃ) ইমাম বুখারী (মৃত্যু-২৫৬ হিঃ), ইমাম মুসলিম (মৃত্যু-২৬১), ইমাম নাসায়ী (মৃত্যু-৩০৩ হিঃ), ইমাম আবূ দাউদ (মৃত্যু-২৭৫ হিঃ), ইমাম তিরমিযী (মৃত্যু-২৭৯ হিঃ), ইমাম ইবনে মাজাহ (মৃত্যু-২৭৩ হিঃ), ইমাম তাহাবী (মৃত্যু-৩১২), ইমাম সুফিয়ান সাওরী (মৃত্যু-১৬১ হিঃ), হাসান বসরী (রহ.) (মৃত্যু-১১০), মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহ.) (মৃত্যু-১১০), ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) (মৃত্যু-১৬১ হিঃ), ইমাম গাযালী (রহ.), (মৃত্যু-৫০৫ হিঃ), ইমাম ত্ববারী (রহ.) (মৃত্যু-৩১০), বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) (মৃত্যু-৫৬১)।

এ ছাড়াও আরো হাজার হাজার জগতবরেণ্য মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ ও মাশাইখ। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হল যে, তাদের কেউ ইসলামে 'মিলাদ' নামক কিছু আছে তা জানতেনই না। পড়ার তো কোন প্রশ্নই আসে না।

মিলাদের প্রবর্তক

৫২৩ হিজরী সাল থেকেই ইসলাম ও খৃষ্ট জগতের মাঝে ক্রুসেডের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। বাইতুল মুকাদ্দাস ও তার পার্শ্ববর্তী বিশাল অঞ্চলে খৃস্টানরা খৃষ্টরাজ্য কায়েম করে বসেছিল। খৃস্টান রাজা-বাদশাহ, বিশপ-পাদ্রী ও লাটরা তখন হযরত ঈসা (আ.) এর জন্ম দিবসে আনন্দ-ফূর্তি ও উল্লাসের জন্য এক মহা আয়োজন করত। হযরত ঈসা (আ.)-এর শানে কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান হত। যুদ্ধের কলাকৌশল প্রদর্শনের ব্যবস্থা হত।

৬০৪ হিজরীর কথা। মুসেলের বাদশাহ তখন আল মালিকুল মুজাফফর আবূ সাইদ কূকুবরী (মৃত্যু-৬৩০)। অত্যন্ত প্রভাবশালী বাদশাহ। যেমন যোদ্ধা তেমনি তার দুঃসাহস। ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। ইতিহাস তার অনেক সুকীর্তির কথা অকুণ্ঠ ভাষায় ব্যক্ত করে। হঠাৎ তার মাথায় এক জযবা চাপল। খৃস্টানরা যেভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম মাসকে উৎসব আয়োজন ও আনন্দমুখর করে পালন করে, আমাদেরও তেমন করতে হবে। আমরাও রবিউল আওয়াল মাসে এই উৎসবের আয়োজন করব। যেই তার চিন্তা, অমনি তার বাস্তবায়ন। কিন্তু খৃস্টানদের দেখাদেখি প্রভাবিত হয়ে ইসলামের নামে এমন আয়োজন করা শরীয়ত সম্মত নয়। তাই সে যুগের আলেম-উলামা তাতে অংশগ্রহণ করলেন না। বরং প্রবল বাধা সৃষ্টি করলেন। কিন্তু বাদশাহ দমবার পাত্র নন। তিনি বুঝলেন, লোহা দিয়েই লোহা কাটতে হবে। তাই স্বার্থান্বেষী এক বাজারী আলেমকে খুঁজে আনল। তার নাম আবুল খাত্তাব উমর ইবনে দিহইয়া (মৃত্যু-৬৩৩)। এই স্বার্থান্বেষী দুনিয়াদার আলেম সম্পর্কে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মুহাদ্দিস হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) (মৃত্যু-৮৫২ হিঃ) বলেন ঃ

> ‘সে পূর্ববর্তী আলেম-উলামা ও ইমামদের সম্পর্কে বহু বেআদবীমূলক কথা-বার্তা বলত। তার ভাষা ছিল অশ্রাব্য, খারাপ। সে বোকা ও অত্যন্ত অহংকারী ছিল। ধর্মের বিধি-বিধান সম্পর্কে ছিল অদূরদর্শী। ইসলামী বিধান পালনে ছিল অলস।’
>
> (লিসানুল মিযান, ৪র্থ খণ্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা ইবনে নাজ্জার (রহ.)তার সম্পর্কে বলেন ঃ

> ‘আমি মানুষদের একমত পেয়েছি যে, সে মিথ্যা বলে, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল, আর সে যা শুনেনি তা শোনার দাবী করে আর যার সাথে সাক্ষাৎ হয়নি তার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার দাবী করে।’
>
> (লিসানুল মিযান, ৪র্থ খণ্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা)

তার ভণ্ডামীর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বর্ণনা করেন ঃ

> ‘আলী ইবনে হাসান আবুল আলা ইস্পাহানি করে বলেছেন। ইবনে দিহইয়া ইস্পাহানে আমাদের নিকট এলেন এবং আমার পিতার খানকায় থাকলেন। পিতা তাকে খুব সম্মান করতেন।

মর্যাদা দিতেন। একদিন সে আমার পিতার নিকট একটি জায়নামায নিয়ে আসলেন। জায়নামাযটি চুমু খেয়ে তার সামনে রেখে বললেন, আমি এই জায়নামাযে এত এত হাজার রাকা'আত নামায পড়েছি। কাবার ভেতরে বহুবার এর উপর বসে কুরআন খতম করেছি। তখন আমার পিতা জায়নামাযটি নিয়ে চুমু খেলেন এবং মাথায় রাখলেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে তার থেকে তা হাদিয়া স্বরূপ কবুল করলেন। দিনের শেষ প্রান্তে আমাদের নিকট ইস্পাহানের এক লোক এল। আমাদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করল। কথা প্রসঙ্গে সে বলল, আপনাদের নিকট মরক্কোর যে ফকীহ আছেন, তিনি আজ বাজারে গিয়েছিলেন। তিনি একটি সুন্দর জায়নামায এত টাকা দ্বারা ক্রয় করেছেন। আমার পিতা তখন জায়নামাযটি উপস্থিত করতে নির্দেশ দিলেন। জায়নামাযটি দেখে লোকটি বলল, আল্লাহর কসম, এই তো সেই জায়নামায। তখন আমার পিতা নীরব রইলেন। এরপর আমার পিতার নিকট ইবনে দিহইয়ার কোন মর্যাদা রইল না।'

(লিসানুল মিযান, ৪র্থ খণ্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা)

ইবনে দিহইয়া যে কত বড় ভণ্ড, প্রতারক, মিথ্যাবাদী ও ধর্মীয় বিধি বিধানের ক্ষেত্রে শিথিল, অনমনীয় ও স্বার্থন্বেষী ছিল, তা স্পষ্ট হয়ে উঠে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বর্ণিত আরেকটি ঘটনা পাঠ করলে ঃ

হাফেজ আবুল হাসান ইবনে মুফাযযাল (রহ.) তার যুগের শ্রেষ্ঠ ইমামদের একজন ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা বাদশাহের আম দরবারে ছিলাম। সেখানে ইবনে দিহইয়াও ছিল। তখন বাদশাহ আমাকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তখন তাকে তা বলে দিলাম। বাদশাহ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এর সনদ (সূত্র পরম্পরা) কি? তাৎক্ষণিকভাবে তার সনদ আমার স্মরণ হল না। বললাম, মনে আসছে না। দরবার ভেঙ্গে গেলে আমরা চলে গেলাম। পথেই ইবনে দিহইয়ার সাথে দেখা হল। সে আমাকে বলল, বাদশাহ যখন হাদীসটির সনদ জিজ্ঞেস করল, তখন কেন আপনি যে কোন একটি সনদ বলে দিলেন না কেন?

কারণ বাদশাহ ও দরবারে উপস্থিত অন্যান্যরা জানে না যে, তা কি সহীহ, নাকি সহীহ নয়। আর আপনি যে বলেছেন, আমি জানি না। তা আমার নিকট খুব খারাপ লেগেছে, অথচ আপনি বাদশাহর নিকট ও উপস্থিত সবার নিকট একজন সম্মানিত মানুষ। হাফেজ আবুল হাসান ইবনে মুফাযযল (রহ.) বলেন, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, ইবনে দিহইয়া ধর্মীয় বিধানসমূহের ক্ষেত্রে অত্যন্ত শিথিল ও মিথ্যা বলায় পারঙ্গম।'

(লিসানুল মীযান, ৪র্থ খণ্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা)।

মুসেলের বাদশাহ আবু সাঈদ কৃকুবরী এই ভণ্ড প্রতারক ও স্বার্থন্বেষী আলেমকে খুঁজে এনে অর্থের লোভ দেখিয়ে মিলাদের স্বপক্ষে কিছু লিখে দিতে অনুরোধ করে। ইবনে দিহইয়া এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না। সত্যই সে মিলাদ সম্পর্কে এক আজগুবী কিতাব লিখে আনল। তার নাম রাখল اَلتَّنْوِيْرُ فِىْ مَوْلِدِ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ। বাদশাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে এক হাজার দীনার উপহার দেন। (বিদায়া নিহায়া, ৭ম খণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা, দুয়ালুল ইসলাম, ২য় খণ্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা)।

এরপর বাদশাহ মিলাদ অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রচুর অর্থ ব্যয় শুরু করেন। আল্লামা শামছুদ্দীন আয্যাহাবী ও হাফেজ ইবনে কাসীর দামেশকী (রহ.) লিখেনঃ

'প্রত্যেক বছর সে মিলাদ উপলক্ষে তিন লাখ দিনার ব্যয় করতো।'

(বিদায়া নিহায়া, ৭ম খণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা, দুয়ালুল ইসলাম, ২য় খণ্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা)

হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন ঃ

'মিলাদ উপলক্ষে সে পাঁচ হাজার ভুনা বকরী, দশ হাজার মুরগী, এক লাখ মাটির পাত্র ও ত্রিশ হাজার ডিশ হালুয়া প্রদান করত।'

(বিদায়া নিহায়া, ৭ম খণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

কিন্তু এত কিছুর পরও দূরদর্শী হক্কানী আলেম-উলামা ও জনগণ এতে তেমন অংশগ্রহণ করলেন না। ফলে বাদশাহ চাপ সৃষ্টি করে তাতে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করেন।

ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ মালেকী (রহ.) বলেন ঃ

> সে একজন অপব্যয়কারী বাদশাহ ছিল। তার যুগের আলেমদের তার নিজস্ব উদ্ভাবিত মাসআলা অনুযায়ী আমল করতে এবং অন্য কারো মাযহাব অনুযায়ী আমল না করতে হুকুম দিত। অবশেষে একদল আলেম তার দিকে ঝুঁকে পড়ল। সে রবিউল আউয়াল মাসে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করত। সে-ই প্রথম ব্যক্তি, যে তা প্রবর্তন করেছে।

এমনিভাবে হিজরতের ৬শ' বছর পর অপব্যয়ী, অদূরদর্শী, একগুয়ে এক বাদশাহ ও এক দুনিয়াদার বাজারী মিথ্যাবাদী, কপট, স্বার্থান্বেষী, অর্থলোভী আলেমের যৌথ প্রচেষ্টায় মিলাদ নামক এক ইবাদত জন্ম লাভ করল। যে ইবাদত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কোন নির্দেশ দিয়ে যাননি। লক্ষাধিক সাহাবী, অগণিত তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী, ফকীহ, আলেম, মুহাদ্দিস যাঁরা এই ৬শ' বছরের মাঝে বিগত হয়েছেন তাদের কেউ মিলাদ পড়েননি। মিলাদের নামটি পর্যন্ত শুনেননি। কিন্তু আমারা বিশেষত উপমহাদেশের সরলপ্রাণ মুসলমানরা একে আকঁড়ে ধরে আছি। আরো আশ্চর্যের বিষয়, এই উপমহাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান ছাড়া পৃথিবীর কোথাও এই মিলাদ নামের ইবাদতের তেমন অস্তিত্ব নেই।

শুধু তাই নয়, কাল পরিক্রমায় এই মিলাদ নামের বিদআতের সাথে কিছু শিরক এসেও সংযোজিত হয়েছে। কিছু অতি-উৎসাহী মানুষ বিশ্বাস করে যে, মিলাদ মাহফিলে 'ইয়া নাবী সালামু আলাইকা' যখনই বলা হয়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে উপস্থিত হন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে গেলে উপস্থিত সকলকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। কিছু কট্টর লোক আছে, তারা আরো অগ্রসর হয়ে মিলাদ মাহফিলে রাসূলের বসার জন্য চেয়ারেরও আয়োজন করে।

কথাটি শুনলে যদিও রাসূল প্রেমে হৃদয় বিগলিত হওয়ার অবস্থা হয়। কিন্তু এ ধরনের দাবীর স্বপক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ নেই। দলীল-প্রমাণ হিসেবে যা বলা হয়, সব মিথ্যা-বানোয়াট। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ বহু হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কেউ দরূদ পাঠ করলে পৃথিবীতে বিচরণশীল একদল ফেরেশতার দায়িত্ব যে, তারা তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিয়ে যায় এবং দরূদ পাঠকারীর নাম, তার পিতার নাম সহকারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বর্ণনা করে। অথচ মিলাদ নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করে, তারা এর বিপরীত দাবী করে বলে, স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিলাদ মাহফিলে দরূদ পাঠ করার সময় উপস্থিত হন। এখন আপনিই চিন্তা করুন, কাকে মিথ্যাবাদী বলবেন আর কাকে সত্যবাদী বলবেন। নিঃসন্দেহে মিলাদ নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করে, তারাই মিথ্যাবাদী।

আচ্ছা, যদি তর্কের খাতিরে আমরা মেনেও নেই যে, দরূদ পাঠকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন। তাহলে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলব যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পছন্দ করতেন না। তাই রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপছন্দনীয় কাজটি সাহাবায়ে কিরাম করতেন না।

عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلٰى عَصًا فَقُمْنَا لَهُ فَقَالَ لَاتَقُوْمُوْا كَمَا يَقُوْمُ الْاَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

অর্থ ঃ হযরত আবু উমামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাঠিতে ভর দিয়ে বেরিয়ে এলেন। তখন আমরা তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি তখন বললেন, তোমরা অনারবদের মত একে অপরকে সম্মান করার জন্য দাঁড়িয়ে যেয়ো না।

(আবূ দাউদ)

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوْا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهٖ لِذٰلِكَ

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরামের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে অধিক প্রিয় আর কেউ ছিল না। তবুও তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

দেখলে দাঁড়িয়ে যেতেন না। কারণ তারা জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অপছন্দ করেন। (তিরমিযী)।

উল্লেখিত হাদীস দু'টির আলোকে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, রাসূলের সম্মানার্থে দাঁড়ানো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপছন্দনীয় কাজ। তাই এটা প্রত্যেক মুসলমানকে পরিহার করতে হবে। যেমন সাহাবায়ে কেরাম পরিহার করেছিলেন এবং তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে দাঁড়িয়ে পড়তেন না।

এই দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলাম যে, মিলাদ ও কিয়াম উভয়টিই শরীয়তসম্মত কোন ইবাদত নয়, বরং সুস্পষ্ট বিদআত। যা ত্যাগ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। যদি আমরা তা না করি, তাহলে আমাদের অভিশপ্ত ও জাহান্নামী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَايُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি ধর্মে নতুন কিছু সৃষ্টি করল, কোন বিদআতের প্রচলন করল বা কোন বিদআতীকে আশ্রয় দিল তার উপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হবে। তার কোন ফরয বা নফল ইবাদত কবুল হবে না। (আবু দাউদ)

আরেকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الْاِسْلَامِ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে সম্মান ও ইজ্জত করল, যে ইসলামের ধ্বংস সাধন করতে সাহায্য করল। (বায়হাকী)।

বিদআতের একটি কুফল হল, বিদআত এসে সুন্নাতের স্থান দখল করে নেয়, আর সমাজ থেকে সুন্নাতের আমল উঠে যায়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَا اَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً اِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ اِحْدَاثِ بِدْعَةٍ

অর্থ ঃ কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা কোন বিদআত সৃষ্টি করলে তার

অনুরূপ সুন্নাত তাদের মধ্য থেকে উঠে যায়। সুতরাং বিদআত সৃষ্টির চেয়ে সুন্নাত আঁকড়ে ধরা অধিক কাম্য। (মুসনাদে আহমদ)

আমাদের সমাজের অনেক বুদ্ধিমান মানুষ দরূদ শরীফ পাঠের শূন্যতাকে মিলাদ মাহফিল দ্বারা পূরণ করতে চায়। আসলে কি তা হয়? সূর দিয়ে 'ওয়ালাম্মা তাম্মা মিন হামলিহি' আর বনের হরিণের কিচ্ছা বলতে বলতে কতবার দরূদ শরীফ পাঠ করা যায়, যারা মিলাদ পড়েছেন তারাই বিবেচনা করুন। আর যে দরূদ পাঠ করা হয়, তাও আবার 'ইয়া নবী, ইয়া রাসূল' দ্বারা শুরু করা হয়, যেন নবী এসে গেছেন। হাজির হয়েছেন। তিনি সবকিছু দেখছেন, শুনছেন। তাই তাকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে। এ ধরনের বিশ্বাসের আমেজেই অনেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতি (!) টের পেয়ে লাফিয়ে উঠেন। আর কেউ না উঠলে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে চান।

তাই আসুন, আমরা আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব বাণিজ্যিক মিলাদ মাহফিল ত্যাগ করে দরূদ শরীফ পাঠের আমলকে আবার মজবুত করে আকঁড়ে ধরি। এ ক্ষেত্রে শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া (রহ.) প্রণীত ফাযায়েলে দরূদ শরীফ থেকে সংকলিত 'দরূদ ও সালাম এর মকবূল ওজীফা' নামক ছোট্ট পুস্তিকাটি বেশ মূল্যবান। এ পুস্তিকায় ৪০টি দরূদ ও সালাম একত্রিত করা হয়েছে। আমরা প্রত্যহ এ পুস্তিকাটি একবার পাঠ করতে পারি। আর মিলাদ মাহফিল নামক এই বিদআতকে সমাজ থেকে উৎখাতের প্রতিজ্ঞা করি ও জান্নাতের পথকে সুগম করি। এ ক্ষেত্রে আমাদের ঝগড়া-ফাসাদ, মারামারি ও নিরর্থক বিতর্ক ত্যাগ করে চলতে হবে। আল্লাহতায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরই নির্দেশ দিয়ে বলেছেন ঃ

أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ

অর্থ ঃ আপনি প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আপনার রবের দিকে আহ্বান করুন এবং সর্বোত্তম পন্থায় তাদের সাথে তর্কে লিপ্ত হন। (সূরা ...)

তাই আমরা এখন প্রতিজ্ঞা করছি, প্রজ্ঞা, সুন্দর উপদেশ প্রদান ও সর্বোত্তম পন্থায় মিলাদসহ সকল বিদআতকে প্রতিহত করব। ঝগড়া-ফাসাদ, মারামারি ও নিরর্থক বিতর্ক ত্যাগ করে এগিয়ে যাব। ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন।

মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত
আপনার সংগ্রহে রাখার মতো কয়েকটি কিতাব

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫